শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল

চেষ্টা সত্ত্বেও বাড়েনি পরিসেবা ঃ রুদ্রনাথ

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই ঃ রাজ্যের মন্ত্রী বা কলকাতার স্বাস্থ্যভবন থেকে স্বাস্থ্যকর্তারা যতই আকস্মিক পরিদর্শনে আসুন না কেন, আগেও যে অবস্থায় ছিল, এখনও ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সার্বিক ব্যবস্থাপনা। হাসপাতালের বহিরঙ্গের মলিন অবস্থা সাজানো গোছানোর চেষ্টা গত দুমাসে করার উদ্যোগ বিক্ষিপ্তভাবে চোখে পড়লেও হাসপাতালে চিকিৎসা পরিসেবার মান এবং রোগী স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থা রয়ে গিয়েছে একই তিমিরে। সোমবার এ সত্য হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলেন শিলিগুড়ির চিকিৎসক বিধায়ক ডাঃ রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য। এদিন তিনি জেলা হাসপাতালে এসেছিলেন আচমকা পরিদর্শনের জন্য।

সোমবার দুপুর বারোটা নাগাদ জেলা হাসপাতালে ঢোকেন রুদ্রবাবু। ঘন্টাখানেক সময় হাতে নিয়ে বহির্বিভাগের টিকিট কাউন্টার থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভাগের বহির্বিভাগ, মেল মেডিকেল ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন। কথা বলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক, নার্স থেকে শুরু করে হাসপাতালের সুপারের সঙ্গে। মেল মেডিকেল ওয়ার্ডের মধ্যে পরিদর্শনের সময় সেখানকার এক রোগী যাবতীয় ক্ষোভ উগরে দেন বিধায়কের কাছে। তিনি জানান, ওয়ার্ডের মধ্যে থাকা নোংরা শৌচাগার জলের অভাবে ব্যবহারের অযোগ্য। ওয়ার্ডগুলিও নিয়মমতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয় না। এদিকে, হাসপাতালের নার্সিংস্টাফদের সঙ্গে কথা বলে রুদ্রবাবু জানান, এদের সঠিক প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। আগামীদিনে এদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এদিকে এক মহিলা রোগী এসে বিধায়ককে জানান, মহিলা বহির্বিভাগের জন্য টিকিট ইশ্যু করা হলেও এদিন তা তালাবন্ধ ছিল। বন্ধ ছিল চক্ষু বহির্বিভাগটিও। হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে রুদ্রবাবু বলেন, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে রোগীদের চাপ খুব বেশি। হাসপাতালের আরেকটি ক্যাম্পাস গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এছাড়া বহির্বিভাগের টিকিট কাটতে যেসব রোগী কাউন্টারের লম্বা লাইনে দাঁড়ান, তাদের কথা ভেবে আগামী দিনে টিকিট কাউন্টারের সংখ্যা বাড়াতে হবে। বর্তমানে এখানে দুটি মাত্র টিকিট কাউন্টার রয়েছে।

সোমবার দিনই শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে কল্যাণ মণ্ডল নামে নতুন একজন শল্য চিকিৎসক যোগ দিলেন। কলকাতার স্বাস্থ্যভবন থেকে এদিনই তিনি শিলিগুড়ি এসে পৌঁছেছেন। কল্যাণবাবুকে তার কাজের দায়িত্ব কর্তব্য বুঝিয়ে দিয়েছেন সুপার ডাঃ সুশান্ত সরকার। নতুন শল্যচিকিৎসকের কাজে যোগ দেওয়ার প্রসঙ্গে সুশান্তবাবু বলেন, এতদিন দুজন শল্যচিকিৎসক দিয়ে হাসপাতালের কাজ চালানো হত। কল্যাণবাবু আসায় এদের দুজনের ওপর কাজের চাপ কিছুটা কমবে। তবে জানা গিয়েছে, আগামী দুইমাসের জন্য কল্যাণবাবু এখানে কাজ করবেন। এর আগে তিনি কলকাতার স্বাস্থ্যভবনে ছিলেন।

কল্যাণবাবু জানান, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে তাকে স্থায়ীভাবে পাঠানো হয়নি। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুবীর ভৌমিক বলেছেন, অনেক দিন থেকেই শল্যচিকিৎসকের অভাব ছিল এই হাসপাতালে। কল্যাণবাবু আসায় সেই সমস্যা খানিকটা মিটবে। তবে মাত্র দুইমাসের জন্য শল্যচিকিৎসক আসার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে স্থানীয় বিধায়ক ডাঃ রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী গৌতম দেবের কাছে।

সোমবার শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে রোগীর সঙ্গে কথা বলছেন রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য।-সংবাদচিত্র

নাগরাকাটায় কৃষি খামারে দাঁতালের হামলা

নাগরাকাটা, ২৫ জুলাই ঃ গত কয়েক রাত ধরে লোকালয়ে বেশ কিছু বাড়িতে হামলা চালানোর পর এবার এক দাঁতাল আক্রমণ চালালো ব্লক কৃষি খামারে। ঘটনাটি ঘটেছে নাগরাকাটার সুখানি বস্তিতে।

রবিবার মাঝ রাতে জলঢাকা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে এক দাঁতাল ঢুকে পড়ে সুখানি বস্তিতে। সেখানে ব্লক কৃষি খামারের লোহার গেট ভেঙে ফেলে দাঁতালটি ঢুকে যায় খামারের ভিতর। অতর্কিত আক্রমণে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান রঞ্জিত তামাং ও বিপুল রাই নামে খামারের দুজন নৈশপ্রহরী। দাঁতালটি খামারের দুটি গুদামে হামলা চালায়। খামারের ম্যানেজার গোবিন্দরাম বর্মন বলেন, খাদ্যশস্যের তেমন ক্ষতি হয়নি। তবে গুদামের গেটগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। একটি গুদামে কলাপসিবল গেট ছিল, সেটিতে দাঁতালটি জোরে আঘাত করায় সেটি ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছে। অপর গেটটিরও ক্ষতি হয়েছে।

দাঁতালটি হামলা চালিয়েছে খামারের নিকটবর্তী মহকুমাশাসকের অফিসে। সেখানে অফিস ঘলটির জানালার পাল্লা ও গ্রিল ভেঙে ফেলে এবং শুঁড় দিয়ে অফিসের ভিতরের একটি আলমারি তছনছ করে। এরপর তার আক্রোশ গিয়ে পড়ে পাশেই একটি নারকেল ও একটি কাঁঠাল গাছের ওপর। গাছের সব কাঁঠাল সাবার করার পর সে নারকেল গাছটিকে ভেঙে ফেলে। প্রায় দুই ঘন্টা তাণ্ডব চালিয়ে ভোর তিনটার দিকে জলঢাকা জঙ্গলে ফিরে যায় দাঁতালটি।

ম্যানেজার অভিযোগ করে বলেন, আমাদের কাছে সরকারিভাবে বনদপ্তরের যে মোবাইল ফোনের নম্বরটি দেওয়া আছে সেটিতে ফোন করলেই সেটি সুইচড্ অফ পাওয়া যায়। আমরা খুবই অসহায় বোধ করছি।

পুকুর খননে অনিয়মের অভিযোগে ঘেরাও, বিক্ষোভ

ফালাকাটা, ২৫ জুলাই ঃ পুকুর খননের কাজে পুকুর চুরির চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠছে সিপিএমের এক পঞ্চায়েত সদস্যা ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে। গতকাল রাতে ফালাকাটা মসল্লাপট্টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত গ্রাম সংসদ সভায় এই নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয় । পুকুর খননের কাজের সঠিক হিসাব দিতে না পারায় এলাকার বাসিন্দারা কৃষ্ণা ঘোষ নামে ওই পঞ্চায়েত সদস্যাকে কয়েক ঘন্টা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। পরে ফালাকাটা থানার পুলিশ রাত ১১টা নাগাদ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই পঞ্চায়েত সদস্যাকে উদ্ধার করে বাড়ি পৌঁছে দেন। সোমবার ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা এ ব্যাপারে ফালাকাটা বিডিওকে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও অভিযুক্ত পঞ্চায়েতের সদস্যার পদ খারিজের দাবি জানান।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফালাকাটা থানা চত্বরে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে একটি পুকুর খননের জন্য ৭ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। সেই মতো ১৩/১২৫ নম্বর পার্টের পঞ্চায়েত সদস্যা কৃষ্ণা ঘোষের তত্ত্বাবধানে পুকুর খননের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। কিন্তু ৩-৪ দিন মাটি কাটার পরই প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়। গ্রাম সংসদ সভায় পঞ্চায়েত সদস্যা হিসেব পেশ করলে জানা যায় যে, পুকুর খননের ওই কাজের জন্য ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৪০০ টাকা খরচ হয়েছে। অভিযোগ, যে খরচের হিসেব দেখানো হয়েছে বাস্তবে তার সিকি ভাগও কাজ হয়নি। সংসদ সভায় উপস্থিত এলাকার ভোটাররা এর প্রতিবাদ জানিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যার কাছে সদুত্তর দাবি করে তাকে ঘেরাও করে রাখেন।

অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যা বলেন, আমি ওই কাজের বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানি না। ৩-৪ দিন ওই কাজ দেখাশোনা করেছি মাত্র। সচিব ও সুপারভাইজারের তত্ত্বাবধানে ওই কাজ হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে তা ভিত্তিহীন। পুকুর খননের কাজে কোনো অনিয়ম হয়ে থাকলে তার তদন্ত হোক। স্থানীয় তৃণমূল নেতা গদাই দে বলেন, সরকারি টাকা নিয়ে অনিয়মের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। অভিযোগ পেয়ে গোটা ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক।

আলিপুরদুয়ারে ছড়াচ্ছে ম্যালেরিয়া, মৃত ১

আলিপুরদুয়ার, ২৫ জুলাই ঃ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেল ধওলাঝোরা চা বাগানের ধোবি লাইনের সৌরভ সাহা (১৩)। সৌরভের দিদি পিংকিও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে কোচবিহারের এম জে এন হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন। এছাড়া ধওলাঝোরা চা বাগানের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সুরজ ওরাওঁ (১২) ও বাচ্চু মাহালি (৪১)। সরকারি মতে ৩ জন আক্রান্ত হলেও বেসরকারি হিসাবে সংখ্যাটি অনেক বেশি। চা বাগান এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেওয়ায় সেখানে বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের কোহিনূর, ধওলাঝোরা, পানবাড়ি এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই ধওলাঝোরা বাগানের সৌরভ মারা গেছে। সোমবার সৌরভের পারিবারিক ও প্রতিবেশী সূত্রে জানা গেছে, প্রথম পর্যায়ে সৌরভের চিকিৎসা শুরু হয়েছিল হাতুড়ে ডাক্তার দিয়ে। সরকারি পরিসেবা না নিয়ে শামুকতলার একটি বেসরকারি লাইসেন্সবিহীন ল্যাবরেটরিতে তার রক্ত পরীক্ষাও করা হয়। সেখান থেকে সঠিক রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। এর জেরে সৌরভের মৃত্যু হয়। ধাওলা চা বাগানের হাসপাতালের কম্পাউন্ডার সন্তোষ দেবনাথ বলেন, অধিকাংশ লোক এখানে হাতুড়ে ও ওঝার উপর নির্ভরশীল। ফলে চা বাগান থেকে ম্যালেরিয়া দূর করা যাচ্ছে না।

এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ শুনে সেখানে রবিবার পরিদর্শনে যান বি এম ও এইচ ডাঃ সতীনাথ ঘোষ, ম্যালেরিয়া অফিসার অজিত রায় প্রমুখ। ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের দাবি, এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত ওষুধ রয়েছে কিন্তু চা বাগানগুলির অধিকাংশ শ্রমিক ম্যালেরিয়া সারানোর জন্য প্রথমে হাতুড়ে বা ওঝার কাছে যান। এর ফলে সঠিক সময়ে তাদের চিকিৎসা শুরু করা যায় না। অবস্থা যখন গুরুতর হয় তখন তারা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন। তাই এলাকায় ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে সমস্যা হচ্ছে।

বাগানগুলির শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের এই দাবির সত্যতা মিলেছে। ধওলাঝোরা চা বাগানের শ্রমিক রমিলা ওরাওঁ যেমন বললেন, 'ওষুধ নেই খাবে, কবিরাজ ভি আচ্ছা হ্যায়।' অর্থাৎ সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ কবিরাজের (পড়ুন ওঝা ও হাতুড়ে) দেওয়া ওষুধ ভালো।

কাশ্মীর নিয়ে একগুচ্ছ প্রকল্প দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে

ইসলামাবাদ, ২৫ জুলাই ঃ সীমান্তরেখা বরাবর বাণিজ্য কেন্দ্র বাড়ানো, লেনদেনের দিন দুই থেকে বাড়িয়ে চার, কার্গিল থেকে স্কার্দু পর্যন্ত নতুন বাস পরিসেবা, মুজাফফরাবাদ-শ্রীনগর বাসের সংখ্যা বাড়ানো, কাশ্মীরকে ঘিরে আস্থাবর্ধক পদক্ষেপ হিসেবে এরকমই একাধিক সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে ভারত ও পাকিস্তান। এসপ্তাহে নয়াদিল্লিতে দুই-দেশের বিদেশ-মন্ত্রীদের সাক্ষাতের সময় এই পরিসেবাগুলি ঘোষণা হতে পারে। সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে দু-পক্ষের কার্যকরী দলের বৈঠকে চুক্তিটি চূড়ান্ত হয়। এক আধিকারিকের মতে, ২৬ জুলাই সচিব পর্যায়ের বৈঠকে এবিষয়ে আলোচনা আরও এগোনো হবে। বর্তমানে এলওসি বরাবর দুটি বাণিজ্য কেন্দ্র রয়েছে। এর সংখ্যা আরও তিনটি বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে ভারত। যা দুই দেশের ব্যবসায়ীদের অনেকদিনের দাবি ছিল। এছাড়া দুই প্রান্তের মধ্যে টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিনিময়কৃত পণ্যের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি।

জমি মামলায় প্রাক্তন ডিএমকে মন্ত্রীর আত্মসমর্পণ

চেন্নাই, ২৫ জুলাই ঃ প্রবীণ ডিএমকে নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী ভীরাপন্ডি এস অরুমুগম আজ পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। বলপূর্বক জমি কেড়ে নেওয়ার দুটি মামলায় তার এই আত্মসমর্পণ। পুলিশ তাকে জেরার জন্য তিনদিনের হেফাজতে নিয়েছে। মাদ্রাজ হাইকোর্টের গত ২২ জুলাই নির্দেশ মেনে আজ সকাল দশটা নাগাদ তিনি জেলা পুলিশের অপরাধ শাখার কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

জমি জবরদখলের জোড়া মামলায় প্রধান অভিযুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী অরুমুগম। প্রথম মামলায় তার বিরুদ্ধে ২৩ জনকে হটিয়ে ৮৫ কোটি টাকার জমি হস্তগত করার অভিযোগ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অরুমুগম ও অন্য ১২ জনের বিরুদ্ধে আইপিসি-র ১৪৭ নং ধারা ও তামিলনাড়ু পাবলিক প্রপটিস আইনে (১৯৯৪) অভিযুক্ত করা হয়েছে। গত ২২ জুলাই বিচারক জি রাজাসুরিয়া তার আদেশ আগামী ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে সালেম বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অরুমুগমকে হাজির হতে বলেছিলেন।

সংঘর্ষে নয়, তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী সরকার

পশ্চিমবঙ্গে মাও দমনে ৩০০০ এসপিও নিয়োগের উদ্যোগ

কলকাতা, ২৫ জুলাই ঃ একদিকে যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এরাজ্যে শান্তি আনার চেষ্টায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বসতে উদ্যোগী, অন্যদিকে রাজ্য প্রশাসন কিন্তু মাও-অধ্যুষিত এলাকায় আরও বেশি করে বিশেষ পুলিশ আধিকারিক (এসপিও) নিয়োগ করতে উদ্যোগী। তবে ছত্তিশগড়ের মতো পশ্চিমবঙ্গের এসপিওরা সরাসরি অ্যাকশনে নামবেন না। তাদের দায়িত্ব মাওবাদীদের সম্পর্কে তথ্য যোগাড়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, এরাজ্যের প্রশাসন মাওবাদীদের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের পথে হাঁটছে না। খালি তাদের সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করে তথ্যভাণ্ডার আরও ভরতি করছে।

প্রসঙ্গত, দিনকয়েক আগেই সুপ্রিমকোর্ট ছত্তিশগড় সরকারকে মাও-বিরোধী অভিযানে এসপিও নিয়োগ করতে নিষেধ করেছে। মহাকরণে এক প্রধান পুলিশ কর্তা জানান যে পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলাতেই অধিকাংশ এসপিওদের নিয়োগ করা হবে। পুলিশ বিভাগে আরও বেশি করে আদিবাসী তরুণদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যই মূলত এই কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। ওই কর্তা আরও জানান যে এসপিও ছাড়াও কনস্টেবল পদেও যোগ্য আদিবাসী প্রার্থীদের নিয়োগ করবে পুলিশ বিভাগ। কিন্তু সুপ্রিমকোর্টের আদেশ সত্ত্বেও এসপিও নিয়োগ কি সম্ভব ? এর উত্তরে ওই পুলিশ কর্তা জানান যে যেহেতু এরাজ্যে এসপিওদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে না বা মাও-পুলিশ সংঘর্ষে তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, তাই সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অমান্য করাও হচ্ছে না।

এই মুহূর্তে ওই তিন জেলায় নিয়োজিত এসপিও-এর সংখ্যা হাজারের কাছাকাছি। ইতিমধ্যেই জেলা পুলিশ এসপিও নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। মাও অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে তারা আরও বেশি করে যোগ্য তরুণ প্রার্থীদের শনাক্তকরণের কাজ শুরু করেছে। তবে এই কাজ চলছে প্রচণ্ড গোপনীয়তার মধ্যে। পুলিশের লক্ষ্য প্রায় ৩০০০ এসপিও নিয়োগ করা। পুলিশি সূত্র থেকেই জানা গেছে যে যেহেতু নতুন রাজ্য সরকার মাওবাদীদের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের পথে হাঁটতে চায় না, তাই তারা এই মুহূর্তে মাওদের নাড়িনক্ষত্রের অবধি খবর জেনে নিতে চাইছে। আর সেই কাজেই তাদের দরকার আরও বেশি করে স্থানীয় যুবক। এটা যদি একটি কারণ হয় তবে অবশ্য ইআরেকটি কারণ হল মাওবাদীদের বাড়তে থাকা শক্তি। পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াতেই এখন তাদের বাড়বাড়ন্ত। আর যেহেতু তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনও এই মুহূর্তে কোনো বড়োসড়ো অভিযানে নামছে না, তাই সেই নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে তারা তাদের ঘাঁটিও বাড়াচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। মাওবাদীদের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি নিয়ে ইতিমধ্যেই জেলা পুলিশ বহুবার রিপোর্ট পাঠিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। আর তার ফলেই হয়তো গা ঝাড়া দিয়ে বসেছে প্রশাসন। এসপিওদের নিয়োগ সম্পূর্ণ হলে প্রবীণ পুলিশ আধিকারিকরা তাদের প্রশিক্ষণ দেবেন। সিলিবাসে থাকবে, কীভাবে কোনো নির্দিষ্ট জায়গা থেকে কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে হয় অথচ আশপাশের কারোর মনে সন্দেহ হবে না। তাদের প্রশিক্ষনে সমাপ্ত হলে আবার ফেরত পাঠানো হবে গ্রামে। তবে এসপিওদের পরিচয় প্রকাশ করা হবে না। নির্দিষ্ট পুলিশ আধিকারিকের অধীনে কাজ করবে এসপিওদের একটি নির্দিষ্ট দল।

দুর্নীতি ইউপিএ সরকারের অঙ্গের ভূষণ ঃ বিমান

কলকাতা, ২৫ জুলাই (সংবাদ) ঃ দুর্নীতির মূল স্তম্ভ হল নয়া অর্থনীতি। আর সেই নয়া অর্থনীতিকে আঁকড়ে ধরেই দুর্নীতি হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের অঙ্গের ভূষণ। সোমবার দলের পক্ষ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঢাকুরিয়ায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি , দুর্নীতি সহ একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে ডাকা এক সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ওই কথা বলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু। তিনি এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতির প্রতি তীব্র বিষোদ্গার করে বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্নীতি রোধে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি। তার অন্যতম কারণ হল প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকলেই সেই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত আছেন বলেই।

এদিন সুপ্রিমকোর্টে ২জি স্পেকট্রাম কাণ্ডে জড়িত ডি এমকে নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী ডি রাজা যে বক্তব্য রেখেছেন তা তুলে ধরে তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীই বলেছেন ওই সমস্ত লেনদেনের বিষয় প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ও অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় সবই জানতেন। আর এর ফলেই বেকায়দায় পড়ে গেছে কংগ্রেস। ড্যামেজ কনট্রোল করতে ও নিজেদের হয়ে সাফাই গাইতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হচ্ছেন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয়নেতারা। তাই ওই ধরনের নেতাদের কাছ থেক নব প্রজন্মের নেতৃত্ব কি শিখবেন বলেও প্রশ্ন তোলেন তিনি । তাঁর মতে, কাছে যখন বিশাল বৈভব অর্থ থাকে এবং অন্য দলের কাছে যখন কিছুই থাকে না তা থেকেই জন্ম নেয় দুর্নীতি। এ ছাড়া বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছে তাতে দুর্নীতি আরও বাড়বে বলেই তারা মনে করেন। তবে শুধু এদেশেই নয়, সমগ্র বিশ্বেই এই দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ছে বলেই তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ৩ লক্ষ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন বিমানবাবু।

ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ারের দাম

২৫ জুলাই ২০১১

নিফটি শেয়ার সূচক ঃ ৫৬৮০.৩০ (৪৬.৩৫)
মুম্বই শেয়ার সূচকঃ ১৮৮৭১.২৯ (১৪৮.৯৯)

এ সি সি	৯৯৯.৭৫
অম্বুজা সিমেন্ট	১৩১.৪০
এক্সিস ব্যাংক লিমিটেড	১৩৩৭.২৫
বাজাজ অটো লিঃ	১৪৪৬.৪০
ভারতী এয়ারটেল	৪৩২.৬৫
ভেল	১৯৯৮.৮৫
ভারত পেট্রোলিয়াম	৬৭১.৩০
কেয়ার্ন ইন্ডিয়া লিমিটেড	৩২৭.৭৫
সিপলা	৩১৬.৯৫
ডিএলএফ লিমিটেড	২৪৩.৯০
ডঃ রেড্ডিস ল্যাব	১৫৮৮.০৫
গেইল (ইন্ডিয়া)	৪৬৬.৭৫
গ্রাসিম ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	২২০৫.৫০
এইচ সি এল টেক	৫১৬.৬০
এইচ ডি এফ সি	৭০৮.২০
এইচ ডি এফ সি ব্যাংক	৫০৫.২০
হিরো হন্ডা	১৮২৬.৫০
হিন্ডালকো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	১৮১.০০
হিন্দুস্তান ইউনিলিভার	৩৩১.২০
আইসিআইসিআই ব্যাংক	১০৭৪.৮৫
ইনফ্রা ডেভঃ ফিনঃ	১৪৩.৬০
ইনফোসিস	২৮০৭.৭৫
আই টি সি এল	২০৫.৪০
জিন্দাল স্টিল	৬৩২.৪০
জয়প্রকাশ অ্যাসোসিয়েটস	৭৬.৪৫
কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক লি	৪৮৬.৮০
লারসেন অ্যান্ড টুবরো	১৮৫২.৩৫
মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা	৭৪৮.৩০
মারুতি	১১৮১.২৫
এনটিপিসি	১৮৩.৬৫
ও এন জি সি	২৭৯.৯০
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক	১১৯৭.০০
পাওয়ার গ্রিড কর্পোঃ লিঃ	১০৮.৫০
র‍্যানব্যাক্সি ল্যাবস	৫৪৩.৭৫
রিলায়েন্স কম্যুনিকেশন	১০৭.৭৫
রিলায়েন্স ক্যাপিটাল	৬০০.৮০
রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ	৮৮২.৮৫
রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার	৫৮৯.৩৫
রিলায়েন্স পাওয়ার লিঃ	১১৭.১০
সেইল	১৩৩.৯৫
স্টেট ব্যাংক	২৫১২.৭০
সেসা গোয়া লিঃ	২৮১.২৫
সিমেন্স লিমিটেড	৯৪৪.৩৫
স্টেরলিট ইন্ডিস (ইন্ডিয়া)	১৭২.৮০
সানফার্মা	৫২৫.৬৫
টাটা মোটরস	১০০৬.৪০
টাটা পাওয়ার	১৩১৪.২৫
টাটা স্টিল	৫৯১.২৫
টাটা কনসালটেন্সি	১১৩৯.৯০
উইপ্রো	৪১০.১৫

চোপড়ায় কং সভাপতি পদ ছাড়ায় দলে বিক্ষোভ

চোপড়া, ২৫ জুলাই ঃ চোপড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অশোক রায় পদ ছেড়ে দেওয়ায় দলে কার্যত বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। এঘটনাকে ঘিরে ঘেরাও, বিক্ষোভ ও অবরোধ পর্যন্ত হয়েছে। সোমবার অশোকবাবুর উপস্থিতিতে ব্লক কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক বসে। তিনি পদে না ফিরলে এদিন বৈঠকে দলীয় পদ থেকে ইস্তফার হুমকি দিয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতি ও এলাকার প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা তথা বিধায়ক হামিদুল রহমানও। হামিদুল সাহেবের বিষয়টি অবশ্য বিতর্কিত। বিধানসভায় নির্দল হিসাবে ভোটে দাঁড়ানোয় কংগ্রেস হাইকমান্ড তাকে বহিষ্কার করে বলে খবর। কিন্তুহামিদুল সাহেবের দাবি, তাকে বহিষ্কার করা হয়নি। চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোপাল সিংহ ও সহ সভাপতি সাহিন আখতার জানান, অশোকবাবু পুনরায় পদে না ফিরলে আমরাও সবাই দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দেব। অশোকবাবুর পদত্যাগপত্র যেন গ্রহণ না করা হয়। এদিন সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্তর কাছে ফ্যাক্স মারফত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিনের বৈঠকে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মুস্তফা কামাল, লক্ষ্মীরানি সিনহা প্রমুখ।

বিধায়ক জানান, শারীরিক অসুস্থতার কারণেই অশোকবাবু পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। তিনি আবার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

দীর্ঘ ২৪ বছর দায়িত্বে থাকার পর গত ১৮ জুলাই অশোকবাবু পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা ব্লক ও জেলাস্তরে লিখিতভাবে জানান। এ ব্যাপারে অশোকবাবু এখন কী সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই দেখার। -**সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

গরিবের স্বার্থে কাজ হচ্ছে না, পুরনিগমের বিরুদ্ধে অভিযোগ বামেদের

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই ঃ দীর্ঘ ৮ মাস ধরে বার্ধক্যভাতা, বিধবাভাতা, প্রতিবন্ধীভাতা গরিব মানুষ পাচ্ছেন না। অনেকে আইএইচএসডিপি প্রকল্পে বাড়ি তৈরির জন্য ১৬ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়া সত্ত্বেও তাদের বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করা হচ্ছে না। এমনই অভিযোগ তুলে অবিলম্বে গরিব মানুষের স্বার্থে এইসব সমস্যার দ্রুত সমাধানের দাবিতে সরব হলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের বাম কাউন্সিলাররা। সোমবার দুপুরে শতাধিক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে নিয়ে বামনেতারা জমায়েত করেন শিলিগুড়ি পুরনিগম চত্বরে। সেখানে গত ২০ মাস যাবৎ শহরের পরিসেবা, উন্নয়ন, বিশেষ গরিব মানুষের প্রকল্পগুলো চূড়ান্তভাবে অবহেলিত হচ্ছে অভিযোগ এনে বক্তব্য রাখেন পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা মুন্সী নুরুল ইসলাম, অমরনাথ সিং প্রমুখ। এরপর একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয় পুরনিগমের মেয়র গঙ্গোত্রী দত্তকে। মুন্সী নুরুল ইসলাম বলেন, পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার গরিব মানুষের জন্য গৃহনির্মাণ ও মেরামতি প্রকল্পে ২ কোটি টাকা শিলিগুড়ি পুরনিগমকে বরাদ্দ করলেও গরিব মানুষ সেই অর্থ এখনও পাননি। এছাড়া প্রচুর গরিব মানুষের নাম বিপিএল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না। যার ফলে বিপিএল কার্ডের সুযোগসুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ এসব নিয়ে পুরনিগম কোনোরকম উদ্